বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা.... .... ৭

বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ. ১০

আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া... .... .১১

মালিক ইবনু আবদিল্লাহ আল-খাসআমি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া... .... .২৭

হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ৩১

আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.... .... ৩৭

খুলাইদ আল-আসারি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ৪২

মুতাররিফ ইবনুশ শিখখির রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ৪৫

মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.... .... .৬২

আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ৭০

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.... .... .৭৯

উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৩০

আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৪৯

আবূ কিলাবা রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৫১

বাকর ইবনু আবদুল্লাহ মুযানি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৫৩

মুআররিক ইজলি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ... .১৫৭

মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৫৯

আবুস সওয়ার আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৭৩

মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৭৮

রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ... .১৯৫

উআইস কারনি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া. ২১৫

আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২২৫
মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.... .... ২২৭
আমর ইবনু উতবা রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৩৩
আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৩৯
আবু ওয়ায়েল রাহিমাহুল্লাহগ-এর চোখে দুনিয়া ২৪২
আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.. .... ২৪৭
ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৫০
আসেম ইবনু হুবাইরা রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.... ....২৫২
সাঈদ ইবনু জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৬৩
ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া. ২৬৬
তাউস রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া. ২৭১
মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.... ....২৭৬
উবায়দ ইবনু উমায়র রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৭৮
আবূ মুসলিম খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৯৭

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

সালাফে সালেহীন আমাদের জীবনের আদর্শ। আমাদের চেতনার বাতিঘর। তাদের জীবনাচার আমাদের উদ্বুদ্ধ করে হিদায়াতের পথে। হাত ধরে নিয়ে যায় জান্নাতের দিকে। তাই তাদের জীবনাচার জানার গুরুত্ব অপরিসীম।

তাদের একেকটি কথা আমাদের জন্য আলোক মশাল সদৃশ। যার আলোতে অন্ধকার রাত্রিতেও আমরা খুঁজে পাই আলোর দিশা। বিশেষত এই যুগে, যখন চারদিকে শয়তানী শক্তির জয়জয়কার, সেই সময়ে তাদের কথামালা ও অমূল্য নাসীহাত আমাদের মৃতপ্রায় অন্তরের জন্য সঞ্জীবনী সুধাবিশেষ।

প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবানে খাইরুল কুরূন তথা কল্যাণপ্রাপ্ত প্রজন্ম হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া তিন প্রজন্মের এক প্রজন্ম হলো তাবিয়িগণ। তাবিয়ি বলতে বোঝানো হয় সেই প্রজন্মকে, যারা মুমিন অবস্থায় উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবায়ে কিরামের সাহচর্যধন্য হয়েছেন, তাদের স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন, তাদের দারসগাহে বসেছেন, তাদের থেকে ইলম হাসিল করেছেন। ফলে তাদের জীবনাচার ছিল নববী জীবনের খুবই ঘনিষ্ঠ। তাদের যাপিত জীবনে ফুটে উঠেছিল রাসূলে আরাবীর রেখে যাওয়া আদর্শ।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *কিতাবুয যুহদে* নবি-রাসূল ও সাহাবিদের পাশাপাশি তাবিয়িগণের জীবনাচারের ওপরও আলোকপাত করেছেন। তুলে ধরেছেন তাদের জীবনের উপাখ্যান। কীভাবে তারা দুনিয়াকে দেখতেন, কোনভাবে তারা দুনিয়ার জীবনকে যাপন করতেন, আখিরাতের প্রতি কেমন ছিল তাদের দিলের আকর্ষণ ইত্যাদি।

কিতাবুয যুহদে মোট তিন ধরনের বর্ণনা ছিল। নবি-রাসূলগণের, সাহাবিদের এবং তাবিয়িদের। প্রথম ধরনের বর্ণনাগুলো *রাসূলের চোখে দুনিয়া* এবং দ্বিতীয় ধরনের

বর্ণনাগুলো *সাহাবিদের চোখে দুনিয়া* নামে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এবার তৃতীয় ধরনের বর্ণনাগুলো প্রকাশিত হতে যাচ্ছে *তাবিয়িদের চোখে দুনিয়া* নামে। আশা করি এটিও পূর্বের ধারাবাহিকতায় পাঠকদের হৃদয় জয় করে নেবে।

কিতাবুয যুহদের এই অংশটুকু যৌথভাবে অনূদিত হয়েছে। প্রথমাংশের অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক, সাহসী লেখক ও মেধাবী আলেম প্রিয় ভাই আলী হাসান উসামা। যার ব্যাপ্তি আমির ইবনু কায়েস রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া থেকে হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া পর্যন্ত। আর উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত অংশটুকু আমি অধমের অনুবাদ করা।

আমরা আমাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি অনুবাদকে নিখুঁত ও নির্ভুল করতে। খসড়া অনুবাদের পাণ্ডুলিপি একাধিকবার ঘষামাজা করা হয়েছে। যাতে এটি সর্বোচ্চ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। পূর্ণতায় পৌঁছানোর একমাত্র মালিক তো মহান আল্লাহ।

তাবিয়িদের জীবনাচার নিয়ে বইটিতে আলোকপাত করা হলেও প্রসঙ্গক্রমে অনেক সময় এতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসও উল্লেখিত হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে আমি টীকায় হাদীসের সূত্রমূল ও মান বর্ণনা করে দিয়েছি। এই কাজে সহায়তা নিয়েছি দুইটি নুসখা থেকে। একটি মুহাম্মাদ আহমাদ ঈসা এর তাহকীককৃত ও দারুল গদ্দিল জাদীদ থেকে প্রকাশিত। অপরটি হামিদ আহমাদ আত-তাহির এর তাহকীককৃত ও কায়রোর দারুল হাদীস থেকে প্রকাশিত। আর অনুবাদ করেছি দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া থেকে প্রকাশিত নুসখাকে সামনে রেখে। যেসব জায়গায় কোনো কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে, তা আমি মূল বই থেকে আলাদা করে টীকায় তুলে দিয়েছি। প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে পাঠকদের বোধগম্যতাকে আরও সাবলীল করার লক্ষ্যে উপযুক্ত শিরোনাম যুক্ত করা হয়েছে। এমনটি মূল বইতে ছিল না।

কিছু জায়গায় একজনের জীবনীতে অন্যজনের আলোচনা চলে এসেছে। সেগুলো আমরা হুবহু বইয়ের মতো না রেখে আলাদা শিরোনামে তা উল্লেখ করেছি। আশা করি এতে অনূদিত বইটির সৌন্দর্য আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে। তবে এরপরেও বেশ কিছু জায়গায় একজনের জীবনীর মধ্যে অন্যজনের আলোচনা চলে এসেছে। তবে সংখ্যায় তা অতি অল্প হওয়ায় সেগুলোকে আর স্বতন্ত্র শিরোনামের অধীনে আনা হয়নি।

এই বইটিকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন প্রকাশক মহোদয়। নির্ভুল

করে একটি বই প্রকাশ করার জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার বিষয়টি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকার মতো মনে হয়েছে। এরপরেও যদি কোনো ভুলত্রুটি বা কোনোরূপ অসংগতি কারও নজরে পড়ে তবে আমাদের তা অবহিত করার জোর আবেদন রইল। যথাযোগ্য বিষয় হলে অবশ্যই আন্তরিকভাবে তা আমলে নেওয়া হবে ইন শা আল্লাহ।

আরেকজনের কথা না বললেই নয়। তিনি হলেন মুহতারাম উস্তায জিয়াউর রহমান মুন্সী হাফিজাহুল্লাহ। কিছু কিছু জায়গায় অনুবাদ বেশ অবোধগম্য মনে হয়েছিল। তিনি এ ক্ষেত্রে উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রতিদান আল্লাহর কাছে তোলা রইল।

সবশেষে রাব্বুল আলামীনের দরবারে আনত নয়নে প্রার্থনা করি, তিনি যাতে বইটিকে কবুল করে নেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেন। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
১৭.০১.২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ

- ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহাস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিমাস সালাম’/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিমুস সালাম’/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রহিমাহুল্লাহ’/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে কোনো সৎ ব্যক্তির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

জাহান্নামের ভয়ে নির্ঘুম রাত্রি পার করা

[১] মালিক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর মেয়ে তাকে বললেন, 'কী ব্যাপার! আমি সবাইকে ঘুমাতে দেখি; কিন্তু আপনাকে কখনো ঘুমাতে দেখি না।' তখন তিনি বললেন, 'হে মেয়ে, জাহান্নাম তো তোমার বাবাকে ঘুমাতে দেয় না।'"

দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ

[২] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি পরোয়া করি না, আমি তোমাদের এই সুগন্ধি মেশকের ঘ্রাণ শুঁকলাম, নাকি গোবরের গন্ধ নিলাম! আমি কোনো নারীকে দেখলাম, নাকি দেয়ালকে দেখলাম! (আমার কাছে সবই সমান)।'"

যাবতীয় চিন্তাকে এক চিন্তায় পরিণত করা

[৩] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আবদুল্লাহ ইবনু আমিরের নিকট এ মর্মে বার্তা পাঠালেন—আপনি আমির ইবনু আবদি কাইসের সন্ধান করুন, এরপর তার থেকে উত্তমরূপে অনুমতি গ্রহণ করুন, তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করুন, আর তাকে বলুন যে, তিনি যেন তার ইচ্ছেমতো বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। এরপর আপনি বাইতুল মাল থেকে তার বিয়ের মোহর পরিশোধ করে দিন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমির এ বার্তা পেয়ে আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এ সংবাদ দিয়ে দূত পাঠালেন—আমিরুল মুমিনিন আমার কাছে এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করেছেন, আমি যেন আপনার থেকে উত্তমরূপে অনুমতি গ্রহণ করি এবং আপনাকে উপযুক্ত সম্মান দিই। এ কথা শুনে আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আমার চাইতে অমুক ব্যক্তি এর প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি এখানে এমন একজন ব্যক্তির কথা বোঝাচ্ছিলেন, তার কাছে যার দীর্ঘদিন ধরে যাওয়া-আসা থাকার ফলে (কথা বলতে এলে) তার অনুমতি

নেওয়ার প্রয়োজন পড়ত না। এরপর দূত আবদুল্লাহ ইবনু আমিরের পক্ষ থেকে বলল, 'এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি আপনাকে বলি যে, আপনি যাকে ইচ্ছে করেন, তার উদ্দেশে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারেন। আর আমি যেন বাইতুল মাল থেকে আপনার মোহর আদায় করে দিই।' তিনি বললেন, 'বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর কাজ তো আমি সেই কবে থেকেই করে আসছি!' সে জিজ্ঞেস করল, 'কার উদ্দেশে?' তিনি বললেন, 'এমন কারও উদ্দেশে, যে সামান্য খাবার ও শুকনো খেজুর গ্রহণ করে নেবে।' এরপর তিনি তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি। সুতরাং তোমরা আমাকে অবগত করো, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যার অন্তরে তার স্ত্রীর জন্য বিশেষ স্থান রয়েছে?' তারা বলল, 'জি, অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যার অন্তরে তার সন্তানের জন্য বিশেষ স্থান রয়েছে?' তারা বলল, 'জি, অবশ্যই'। তিনি বললেন, 'ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, দেহের প্রতিটি পার্শ্ব বরাবর ফলা বিদ্ধ হওয়া, আমার কাছে এমন হয়ে যাওয়ার চেয়েও বেশি পছন্দনীয়। শোনো, আল্লাহ তাআলার কসম করে বলছি, আমি অবশ্যই যাবতীয় চিন্তাকে এক চিন্তায় পরিণত করব।'"

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "বাস্তবেই তিনি তা করেছেন।"

ইবাদাতের অশেষ আগ্রহ

[৪] সাঈদ রিবয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, দুনিয়ায় থাকা অবস্থায়ই যদি আমার কাছে এ বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান এসে যায় যে, আমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত, তাহলে নিজের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াকে কোনোভাবেই আমার অন্তর খুশির সঙ্গে বরণ করে নেবে না। আমি তখন মহান আল্লাহর নিবিড় ইবাদাত করব এবং চরম অধ্যবসায়ী হব তার ইবাদাতে। আমার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার পরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াকে আমি মেনে নেব। তখন এটা আমার কাছে নিজের জন্য বড় একটা ওজর হিসেবে গণ্য হবে।"

মৃত্যুর সময়ও ইবাদাতের স্মরণ

[৫] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলেন তখন তিনি বললেন, 'শুধু শীতকালের সালাত এবং দ্বিপ্রহরের পিপাসা ছাড়া কোনো কিছুর জন্যই আমার পরিতাপ হচ্ছে না।'"

আখিরাতের স্মরণ দু-চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে

[৬] আলা ইবনু সালিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস

রাহিমাহুল্লাহ-এর সান্নিধ্যে চার মাস ছিলেন এমন একজন আমার কাছে তার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন—আমি যত দিন তার কাছে ছিলাম, তাকে দিনে বা রাতে কখনোই ঘুমাতে দেখিনি। তার কাছে দুটো রুটি থাকত। তিনি চর্বি মেখে রাখতেন সে দুটোর ওপর। এরপর তার একটা দিয়ে সাহরি করতেন এবং অপরটা দিয়ে ইফতার করতেন। ভোরবেলা তিনি আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। এরপর সালাত পড়ার সুযোগ হলে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। এভাবে আসর পর্যন্ত সালাতেই কাটিয়ে দিতেন তিনি। এরপর বিকেলবেলা তিনি আমাদের পুনরায় কুরআন শেখাতেন। যখন মাগরিবের সময় হতো তখন তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। এরপর ভোর পর্যন্ত সালাত আদায় করতে করতে তার রাত কেটে যেত।”

সব ব্যাপারে চূড়ান্ত সতর্কতা

[৭] মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আবদুল্লাহ ইবনু আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে বলা হলো, আমির ইবনু আবদি কাইস আম্বরি গোশত খান না, চর্বি খান না, নারীদের কাছে গমন করেন না, নিজের দেহের চামড়া ছাড়া অন্য কারও চামড়া স্পর্শ করে না, মাসজিদের ধারেকাছেও যান না, আর তিনি দাবি করেন যে, তিনি ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ-এর থেকে শ্রেষ্ঠ। একবার মাকিল ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু আমিরের কাছে আসলেন। লোকেরা তার কাছেও এসব কথা বর্ণনা করেছিল। মাকিল ছিলেন আমির ইবনু আবদি কাইসের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তখন আবদুল্লাহ ইবনু আমির রাহিমাহুল্লাহ মাকিল ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-কে বললেন, ‘তুমি কি দেখছ না, এরা তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ব্যাপারে কী বলছে?’ তিনি বললেন, ‘ওরা কী বলছে?’ তিনি বললেন, ‘ওরা তো এই এই বলছে।’ সব শুনে মাকিল আর তাদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন। এরপর তার বাহনে চড়ে এলেন আমিরের ঘরে। আমির তখন তার মাসজিদে ছিলেন। সে সময় তার পরনে ছিল একটি ঢিলেঢালা কোট। তিনি এসে বসলেন তার পাশে। এরপর মাকিল বললেন, ‘আমি আপনার কাছে অমুক লোকদের কাছ থেকে এলাম । তারা আমার কাছে আপনার ব্যাপারে কিছু কথা বলেছে, যা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।’ আমির বললেন, ‘তারা আপনার কাছে কী বলেছে?’ তিনি তাদের কথাগুলো বর্ণনা করে বললেন, ‘তারা দাবি করেছে, আপনি এই এই কাজ করেন।’ তিনি সব শুনে কোনো কথা বললেন না। তার হাত কোটের ভেতর বের করে আনলেন। এরপর তার হাত ধরে বললেন, ‘তারা যে বলে, আমি গোশত খাই না। এর কারণ হলো, এরা গোশত কিনে আনে বন্দীদের থেকে, যারা ইসলাম বোঝে না, আর তারাই এসব পশু জবাই করে। আমার যখন গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হয় তখন কাউকে পাঠিয়ে ছাগল এনে নিজেরা জবাই করি। তারা যে আরও বলে, আমি ঘি খাই না। এর কারণ হলো, আমি আরব দেশ থেকে আসা ঘি খাই। যেসব ঘি অনারব শহর

থেকে আসে তার সঙ্গে কী মেশানো হয়েছে আমি জানি না। আর এ বিষয়টিই আমাকে তা (অনারব ঘি) পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারা যে বলে, আমি নারীদের কাছে গমন করি না। আল্লাহর কসম, তাদের প্রতি আমার কোনো আগ্রহই জাগে না। আর আমার কাছে অর্থকড়িও নেই। তাহলে কী দিয়ে আমি কোনো মুসলিম নারীকে ঠকাব? কিসের বিনিময়ে আমি তাকে আমার ঘরে তুলব? আর তারা যে বলে, আমি মাসজিদের ধারেকাছেও যাই না। দেখো, আমি তো আমার এই মাসজিদেই রয়েছি। যখন জুমুআর দিন আসে তখন আমি মুসলমানদের জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় করি। এরপর আবার ফিরে আসি আমার এই মাসজিদে। আর তারা বলে যে, আমি নাকি দাবি করি—আমি ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ-এর থেকে উত্তম। আমি বুঝতে পারি না, কোনো ব্যক্তি কি এই কথা বলার দুঃসাহস করতে পারে!'"

আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা

[৮] সাব্বাহ ইবনু আবি উবায়দাহ আল-আম্বারি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমাদের এক শাইখ বলেছেন, আমি এক সফরে আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গী ছিলাম। যখন কাফেলার যাত্রীরা বিশ্রামের জন্য যাত্রাবিরতি করল তখন তিনি উঠে নিজের আসবাবপত্র গুছিয়ে নিলেন। এরপর এক ঝোপের ভেতর প্রবেশ করে সেখানে সালাত আদায় করা আরম্ভ করলেন। আমি তার পেছনে বসা ছিলাম। যখন রাতের শেষাংশ বা সাহরির সময় হলো তখন তিনি দুআয় বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছি। আপনি আমাকে দুটো জিনিস দান করেছেন। আর একটা থেকে আমাকে বঞ্চিত রেখেছেন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে তা দিয়ে দিন, যাতে করে আমি যেভাবে ভালোবাসি, সেভাবে আপনার ইবাদাত করতে পারি।' যখন ভোর হলো তখন তিনি পেছনে ফিরে তাকালেন। সে সময় আমাকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, 'তার মানে রাত থেকে তুমি এখানেই আছো এবং আমাকে লক্ষ করেছ!' তিনি আমার দিকে ফিরে জিহ্বায় কামড় দিলেন। আমি বললাম, 'এ বিষয়টি বাদ দিন। আল্লাহর কসম, আপনি আমাকে দুআর তিনটি বিষয়ে অবগত করবেন। নয়তো আপনি রাতভর যা কিছু করেছেন, তা আমি মানুষকে বলে দেবো।' তিনি বললেন, 'তুমি আমার বিষয়টা গোপন রেখো।' আমি বললাম, 'আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাউকে এ বিষয়ে অবগত করব না।' তখন তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছি, তিনি যেন আমার অন্তর থেকে নারীদের ভালোবাসা দূর করে দেন। আল্লাহর কসম, আমি পরোয়া করি না, আমি কোনো নারীকে দেখলাম নাকি দেয়াল দেখলাম। আমি আরও চেয়েছিলাম, যেন আমি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় না করি। আমি তার কাছে আরও চেয়েছিলাম, তিনি যেন আমার ঘুম দূর করে দেন, ফলে আমি রাত-দিনের যেকোনো সময় নিজের ইচ্ছেমতো ইবাদাত করতে পারব। কিন্তু তিনি

আমাকে এর থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।'"

পেটকে যতই বোঝাই করবে, তা ততই বোঝাই হবে

[৯] সালামা বিন আদম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর ভাতিজি তার জন্য দুধ দিয়ে এক থালা খাবার তৈরি করল। সে বলল, 'আমি চাচাজানের কাছে এই খাবার নিয়ে আসলাম, যাতে তিনি এর মাধ্যমে নাশতা করতে পারেন।' এমন সময় হঠাৎ এক ভিক্ষুক বলে উঠল, 'কে আছে এমন, যে এক ক্ষুধার্ত নারীকে কলজে খাওয়াবে?' তখন তিনি বললেন, 'হে ভাতিজি, এই খাবার কি আমার জন্য নয়? আর আমি কি এর দ্বারা যা ইচ্ছা তা করতে পারি না?' আমি বললাম, 'অবশ্যই।' তখন তিনি ভিক্ষুককে এই খাবার দিয়ে দিলেন। এ দেখে দাসী অনুনয় করে উঠল। তখন তিনি বললেন, 'আনো, এদিকে আনো।' তখন সে খেজুর এবং সামান্য খাবার নিয়ে এল। তিনি তা-ই খেয়ে নিলেন এবং এরপর পানি পান করলেন। এরপর তিনি বললেন, 'হে ভাতিজি, এ পেট তো হলো একটা পাত্র। তুমি একে যতই বোঝাই করবে, তা ততই বোঝাই হবে। আর তোমার জন্য সে জিনিসেরই সংগ্রহ অবশিষ্ট থাকবে, যা তুমি আখিরাতের জন্য প্রেরণ করবে।'"

দুনিয়ার ব্যাপারে নির্মোহ

[১০] হুসাইন ইবনুল হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শামে এসে আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর খোঁজ করলাম আমি। আমাকে বলা হলো, এখানে এক বৃদ্ধের কাছে থাকেন তিনি। তখন আমি সেই বৃদ্ধকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'সে তো রাত-দিন ওই পাহাড়ের পাদদেশে থাকে। তার কাছে তোমার যদি কোনো প্রয়োজন থাকে, তাহলে তুমি তার নাশতার সময় তাকে সন্ধান করো।' এভাবে আমি আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে আসলাম। তাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। এরপর আমাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যাকে তিনি গতকাল অঙ্গীকার দিয়েছিলেন। আমাকে তার নিজ পরিজন এবং আত্মীয়দের সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। তিনি আমাকে রাতের খাবার খেতেও বললেন না। আমি বললাম, 'হে আমির, আমি আপনার মধ্যে কিছু আশ্চর্যজনক বিষয় দেখছি।' তিনি বললেন, 'কী তা?' আমি বললাম, 'আপনি আপনার পরিবার এবং পরিজনের থেকে দূরে সরে গেছেন। যেমনটা আপনিও জানেন। আপনি আমাকে তাদের কারও সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন না—কে মৃত্যুবরণ করেছে আর কে এখনো বেঁচে আছে, এসব সম্পর্কে জানতে চাইলেন না। অথচ তাদের সাথে আমার নৈকট্যের বিষয়ে আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনি আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, গতকাল যাকে আপনি কোনো অঙ্গীকার দিয়েছিলেন। আর আপনি আমাকে রাতের খাবার খেতেও

বললেন না।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে তোমার কাছে কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে বলেছ। কথা হলো, আমি তোমাকে একজন সৎ ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি। তো তোমাকে আমি কী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব? আর আমার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে তোমাকে আর কীই-বা জিজ্ঞাসা করব? তাদের মধ্যে যে মৃত্যুবরণ করেছে, সে তো মৃত্যুবরণ করেছে। আর যারা এখনো বেঁচে আছে, তারাও শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবে। আর তুমি যে বলেছ, আমি তোমাকে রাতের খাবার খেতে বলিনি। আমি তো তোমার ব্যাপারে জেনেছি, তুমি রাজা-বাদশাহর খাবার খাও। আর আমার খাবারে রয়েছে রুক্ষতা। আমার ধারণা, তোমার এর কোনো প্রয়োজন নেই।'"

পোশাকাদির প্রতি অমনোযোগিতা

[১১] আবূ সাখরা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, আমি আপনার সম্ভ্রান্ততা এবং পরিবারের বংশমর্যাদার প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু আপনার পোশাকের এ কী অবস্থা! তিনি বললেন, 'আল্লাহ তো এর মধ্যেই আমিরের চোখের শীতলতা রেখেছেন।'"

পার্থিব দুশ্চিন্তাকে আমলে না নেওয়া

[১২] হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির রাহিমাহুল্লাহ মাসজিদে প্রবেশ করে শুনতে পেলেন, কিছু মানুষ—সমাজে চলতে গিয়ে নিত্যদিন যে সকল দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হতে হয়—সেসব দুশ্চিন্তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করছে। তখন আমির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সত্য বলেছ। আল্লাহর কসম, আমি যদি পারতাম তাহলে সকল চিন্তাকে এক চিন্তায় রূপান্তরিত করতাম।'"

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তিনি তা করেছেন।"

শাসকের অনুদান থেকে বিমুখতা

[১৩] আমবাসা খাওয়াস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "আবদুল্লাহ ইবনু আমির যখন বসরার শাসক হয়ে আগমন করল তখন সে বলল, 'হে বসরাবাসী, তোমরা প্রত্যেকে গড়ে পাঁচজনের মধ্য থেকে আমার জন্য একজন করে আলিমের নাম লিখে দাও—যাদের সঙ্গে আমি আমার বিষয়ে পরামর্শ করব, আমার গোপন বিষয়ে তাদের অবগত করব এবং আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছেন সে ব্যাপারে তাদের কাছে সহযোগিতা চাইব।' তখন তার কাছে জিয়াদ ইবনু মাতার আল-আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম লিখে পাঠানো হলো। তিনি পরীক্ষিত হয়েছিলেন, একপর্যায়ে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। তার কাছে আরও লিখে পাঠানো হলো বানু রাক্কাশ গোত্রের গাজওয়ান

রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম। যিনি কসম করেছিলেন, তিনি কখনো হাসবেন না, যতক্ষণ না জানতে পারেন—আল্লাহ তাকে কোন স্থানে উপনীত করেন (জান্নাতে নাকি জাহান্নামে)। হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বাস্তবেই তিনি কখনো হাসেননি, এভাবেই আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।' তার কাছে আরও লিখে পাঠানো হলো গাতফান গোত্রের জাবির ইবনু আশতার রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম। (অন্য বর্ণনায় তার নাম এসেছে—আশতার ইবনু জাবির।) তার কাছে আরও লিখে পাঠানো হলো আমির ইবনু আবদি কাইস আল-আম্বারি রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম। তার কাছে আরও লিখে পাঠানো হলো নুমান ইবনু শাওয়াল আল-আবাদি রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম। যখন তারা শাসকের কাছে আসলেন তখন সে বলল, আপনারা আলিম সম্প্রদায়। আমি আপনাদের প্রত্যেকের জন্য দু-দুহাজার মুদ্রা এবং সমপরিমাণ শস্য ভাতা হিসেবে প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছি। তখন নুমান ইবনু শাওয়াল রাহিমাহুল্লাহ—তিনি ছিলেন সকলের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ, উপস্থিত সকলে উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব তার ওপরই দিয়েছিলেন, তারা তাকে কাফেলার আমির নির্ধারণ করেছিলেন—তার কথার জবাবে বলে উঠলেন, 'হে আমির, এটা কি বিশেষভাবে আমাদের জন্য নাকি সাধারণভাবে সমগ্র বসরাবাসীর জন্য?' সে বলল, 'বিশেষভাবে আপনাদের জন্য। এই পরিমাণ সম্পদ সমগ্র বসরাবাসীর জন্য যথেষ্ট হবে না।' তিনি বললেন, 'তুমি তা-ই বলবে, যা আমি বলি—এ হলো সাদাকাহ। যদি এটা সাদাকাহই হয়ে থাকে, তাহলে তা আমাদের পেটে প্রবেশ করবে না। আমাদের চামড়ার ওপরও চড়বে না (অর্থাৎ পোশাক পরিধান করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)। (জাকাত-সাদাকাহ উশুলকারী) শ্রমিক কেবল তার শ্রমের বিনিময় গ্রহণ করতে পারে। আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের জন্য কাজ করি। সুতরাং তোমার কাছে যা আছে, আমাদের তা লাগবে না।' তখন (আবদুল্লাহ ইবনু আমির) তাকে বলল, 'আমি তোমাকে নিন্দুক হিসেবে দেখছি। তুমি বেরিয়ে যাও আমার কাছ থেকে।' তখন তিনি বললেন, 'তুমি তো আমাকে শাসকদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমনকারী হিসেবে নির্ধারণ করোনি!' এরপর আবদুল্লাহ আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর দিকে অভিমুখী হয়ে বলল, 'আমি আপনার জন্য দুহাজার করে মুদ্রা এবং এই পরিমাণ ভাতা জারি করার নির্দেশ দিয়েছি।' তিনি তখন বললেন, 'আপনি মাসজিদের দুয়ারে দণ্ডায়মান চুক্তিবদ্ধ (মুকাতাব) দাসদের প্রতি লক্ষ করুন। তারা এর দিকে আমার থেকে অধিক মুখাপেক্ষী।' সে বলল, 'আমি আদেশ জারি করে দিয়েছি, যেন আমার কাছে আসতে কখনো আপনার সামনে দুয়ারকে রুদ্ধ রাখা না হয়।' আমির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আপনি সাঈদ ইবনু কারহাকে গ্রহণ করুন। সে শাসকদের দরবারে আমার থেকে বেশি আনাগোনা করে।' ইবনু আমির বলল, 'আপনি খেয়াল করুন তো, বসরায় কোন নারীকে আপনি চান, আমি তার সঙ্গে আপনাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে দেবো। আমির রাহিমাহুল্লাহ তখনো পর্যন্ত কোনো বিয়ে করেননি।' তিনি বললেন, 'হে আমির, আপনি কি মনে করেন, কোনো ব্যক্তির

স্ত্রী-সন্তান থাকলে সেসব তার অন্তরকে ব্যস্ত রাখে?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তাহলে আমার এতে কোনো প্রয়োজন নেই। আমি সকল চিন্তাকে এক চিন্তায় পরিণত করে রাখব, যতক্ষণ না আমার মহান প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হই।'"

নফল সালাত ঘরে আদায় করা

[১৪] উমারা ইবনু আবদুল্লাহ আম্বরি, তার ছেলে ও সাবিত আবুল ফজল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা কখনো আমির ইবনু আবদি কাইসকে মাসজিদে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি। তিনি মুসল্লিদের মধ্যে সবার শেষে মাসজিদে প্রবেশ করতেন এবং সবার আগে মাসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতেন।"

সালাতে মনোযোগ ধরে রাখা

[১৫] হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস এক মজলিসে সালাত চলাকালে ঘরের কথা স্মরণ আসা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'তোমরা কি এমনটা অনুভব করো?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমার কাছে সালাতে এমনটা হওয়ার থেকে পেট বারবার বর্শার ফলাবিদ্ধ হওয়া অধিক পছন্দনীয়।'"

অসাধারণ বিনয়

[১৬] আবূ আলা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি আমির ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-কে বললেন, 'আপনি আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনি আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।' তিনি বললেন, 'তুমি এমন কারও কাছে আবেদন জানাচ্ছ, যে নিজের ব্যাপারেই অক্ষম হয়ে পড়েছে। তবে তুমি আল্লাহর আনুগত্য করো, এরপর তার কাছে দুআ করো। তিনি তোমার দুআ কবুল করবেন।'"

গোপনে ইবাদাত করার প্রতি আগ্রহ

[১৭] ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা আমির ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে আসতাম এমতাবস্থায় যে, তিনি তার মাসজিদে সালাতরত থাকতেন। যখন তিনি আমাদের দেখতেন তখন তার সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। এরপর আমাদের উদ্দেশে বলতেন—তোমরা কী চাও? তিনি এটা অপছন্দ করতেন যে, লোকজন তাকে সালাতরত অবস্থায় দেখে ফেলুক।"

দুনিয়া অন্তরে স্থান না পাওয়া

[১৮] হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ বলেন,